

## জাত পরিচিতি

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট দেশের ঠান্ডাপ্রবণ এলাকায় পরীক্ষা নিরীক্ষা করে এ জাতটি ইরি থেকে প্রবর্তন করেছে। এটি ১৯৯৮ সালে বোরো মৌসুমে চাষাবাদের জন্য ব্রি ধান৩৬ নামে জাতীয় বীজ বোর্ডের অনুমোদন লাভ করে।

## জাতের বৈশিষ্ট্য

- ▶ চারা অবস্থায় ঠান্ডা সহনশীল।
- ▶ গাছের উচ্চতা ৯০-৯৫ সেন্টিমিটার।
- ▶ পাকার সময় পর্যন্ত গাছ সবুজ থাকে।
- ▶ চাল লম্বা ও চিকন।
- ▶ ভাত বরবারে এবং খেতে সুস্বাদু।
- ▶ চালে প্রোটিনের পরিমাণ ৮.৭%।



ব্রি ধান৩৬

## এ জাতের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা

বীজ বপনের সময় বোরো মৌসুমে যে সমস্ত এলাকায় তাপমাত্রা ১৫ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড এর নিচে নেমে যায় সে সমস্ত এলাকার জন্য ব্রি ধান৩৬ খুবই উপযুক্ত।

## জীবনকাল

জাতটির জীবনকাল ১৪০-১৪৫ দিন।

## ফলন

উপযুক্ত পরিচর্যা পেলে হেক্টরপ্রতি ৫.০-৫.৫ টন ফলন দিয়ে থাকে।

## চাষাবাদ পদ্ধতি

১. বীজ তলায় বীজ বপন : ১-১৫ অগ্রাহায়ন (১৫-৩০ নভেম্বর)।

২. রোপনের সময় : ১৫ পৌষ-১৫ মাঘ (জানুয়ারি)।

৩. সার ব্যবস্থাপনা (কেজি/বিঘা):

ইউরিয়া টিএসপি এমপি জিপসাম দস্তা  
৩০-৪০ ৭-১৪ ৮-১৬ ৪-১১ ০.৭-১.০

৩.১ ইউরিয়া সার তিন কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে।

প্রথম উপরি প্রয়োগ: রোপনের ১৫-২০ দিন পর।

দ্বিতীয় উপরি প্রয়োগ: রোপনের ৩৫-৪০ দিন পর। ইউরিয়া প্রয়োগের পর সার মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।

তৃতীয় উপরি প্রয়োগ : রোপনের ৫০-৫৫ দিন পর।

৩.২ ইউরিয়া প্রয়োগের সঠিক সময় নির্ণয়ের জন্য লিফ কালার চার্ট ব্যবহার করতে হবে।

৪. আগাছা দমন : রোপনের ৪৫ দিন পর্যন্ত জমি আগাছামুক্ত রাখতে হবে।

৫. সেচ ব্যবস্থাপনা : দুধ অবস্থা পর্যন্ত জমিতে পর্যাপ্ত পানি রাখতে হবে।

৬. ফসল কাটা : ২০ চৈত্র-৫ বৈশাখ (৩-১৮ এপ্রিল)।

আরো তথ্যের জন্য :

পরিচালক (গবেষণা), ব্রি, গাজীপুর-১৭০১ ই-মেইলঃ dr@brri.gov.bd

অধিবেশন ২: মডিউল ২

ফ্যান্ট শীট ১০